

আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।। সদ্য প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযৃষ কান্তি বিশ্বাস, যুব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি পূজন বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা কংগ্রেসের বিভিন্ন পদ ছেডে গোটা কংগ্রেস দলই ত্যাগ করেছে। কংগ্রেস দল ত্যাগ করার পাশাপাশি এক পক্ষকালের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অর্থাৎ টিডিএফ গঠন করে বার্তাও দিয়েছে। তবে এতে এতটুকু বিচলিত নন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীবজিৎ সিনহা। তিনি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, যারা কংগ্রেস থেকে চলে গেছে তারা গুরুত্বহীন নেতা। তারা কিছু করতে পারেনি। যে যে পদ চেয়েছে সেই পদেই রয়েছে। আর কাউকে যক্ত করে বিশাল কিছু করতে পারেনি। তাপস দে, পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, তেজেন দাসদের নিয়ে রীতিমতো গুক্তহীন তক্মায় পাল্টা আক্রমণ করলেন বীরজিৎ সিনহা। নতন বাজনৈতিক দলের সূচনার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন, যে দল গঠন করা হয়েছে সেটা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই অধিকার রয়েছে। রাজনৈতিক দল গঠন করা প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার আছে। তবে এই ক্ষেত্রে তিনি বেশি কিছু বলতে চান না। তবে যারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছে, তাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন বীরজিৎ সিনহা। তিনি মনে করেন কংগ্রেস এমনিতেই শক্তিশালী। সাংগঠনিক দিক থেকে কয়েকজন নেতার কারণে দল দর্বল হয়েছে।

কিন্তু পজোর পরেই কংগ্রেস আরও বেশি^{*}শক্তিশালী হবে। তিনি এক্ষেত্রে মনে করেন কংগ্রেস দলকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে সময়োপযোগী কর্মসচি নেওয়া প্রয়োজন। আর সেই কর্মসচির ভিত্তিতেই মানুষের মন জয় করতে চায় বীরজিৎ সিন্হারা। এদিন কংগ্রেস ভবনে অনেকেই কংগ্রস দলে যোগ দিয়েছেন। একদিকে যেমন নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচার তেজি হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস ভবনে প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন দল থেকে আগতদের বরণ করে নেন বীরজিৎ সিনহা. লক্ষ্মী নাগরা। বীরজিৎ সিনহা পরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, পুজোর পরেই কংগ্রেসের



বিভিন্ন শাখার গঠন-সহ সাংগঠনিক কর্মসচি পালন কবা হবে। তিনি মনে করেন, এই সময়ের মধ্যে সাংগঠনিক যে কর্মসূচি রয়েছে এই কর্মসুচিগুলো সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। জনগণের কথা তুলে ধরে আন্দোলন তেজি করতে চান বীরজিৎ সিনহা। তিনি মনে করেন. মানুষ ভালো নেই, অর্থনৈতিক দিক

আজ রাতের ওযুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল

লৈতে হবে। আর্থিব

উন্নতির যোগ।সন্তানের

সাফল্য, **শ**ক্ৰতা বৃদ্ধি

পাবে। শরীর নিয়ে সমস্যা

যোগ।

বৃশ্চিক: আঘাতজনিত ব্যাপারে

দাবধানতা দরকার। নানাভাবে

মানসিক বিপর্যস্ততা। হতাশা বদ্ধি

ও কর্মে অশান্তি। শরীর ভালো

যাবে না। বিশ্বাসে আঘাত। কোন

..সজেন।কর্মক্ষেত্রে কোনরকম বুঁকি নেওয়া ঠিক হাস

ভাগ্যোন্নতির যোগ আঝে। আর্থিক

উন্নতি। শিক্ষায় সাফলা। কর্মক্ষেত্রে

অশাস্তি ও মানসিক অস্থিরতা

অপমান-অপবাদের যোগ। সম্পত্তি

সংক্রান্তব্যাপারে ঝামেলা, ধন ক্ষতি

ব্যথা-বেদনা, আঘাতজনিত ব্যাপারে

भकत : जार-। সমস্যা - সমাধানের

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ

স্বজনবিরোধ।আর্থিক উন্নতির যোগ

সন্তানলাভেব যোগ আছে। শক্রব

পরাস্ত হবে। শরীর নিয়ে কিছু সমস্যা আসবে। আইনের ঝামেলা থেকে

যত দূর পারেন থাকার চেষ্টা করবেন

মীন: আর্থিক উন্নতির যোগ আছে।

গুপ্ত শক্রর দারা অপমান, অপরাধ

আছে। নানা বাধা-বিচ্ছেদের মধ্যে

🌉 স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করা স্বাস্থ্য নিয়ে ।চন্তা পদা দরকার। কর্মক্ষেত্রে স্পান্ধ বিভিন্ত হবে না।

শান্তি বিঘ্নিত হবে না

নতবা জড়িয়ে পড়তে পাবেন।

প্রাপ্তির যোগ আছে।

ধনু : দিনটিতে

ান্তর সমস্যা থাকবে। আর্থিক ভারসাম্য বিদিক

৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

বন্ধুজনের বিরূপতা। নানাভাবে । গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে দিবাভাগে

মানসিক চাপ। মনের দীর্ঘদিনের | শেষকরে ফেলা প্রয়োজন।কর্মক্ষেত্রে

যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ | যোগ। আঘাতজনিত ব্যাপারে

ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমে বাধা। | সমস্যার যোগ।আর্থিকউন্নতি।শরীর

স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ | নিয়ে সমস্যা কিছুটা থাকরে। হঠাৎ

ব্যয়, আর্থিক উন্নতি। শরীরের প্রতি । নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার যোগ

্রান্ত নাম থাবা-াবচ্ছেদের মধ্যে ভুলা : দিনটিতে বাধা ডিঙিয়ে নাক্রিক ক্রম্নার

মেষ : হঠাৎ পরিবর্তন।

🌃 কর্মে কোন সুখবরে

উৎসাহিত হতে পারেন।

বিশিষ্টজনের সহায়তা পেলেও

শক্রপক্ষ প্রবল হতে পারে। তবে

সংযম ও বদ্ধির দ্বারা শক্রকে পরাস্ত

করে নিজের লক্ষ্যে পৌছে

যাবেন। তবে চলাফেরায় সতর্কতা

বৃষ : দিনটিতে নিজের গুণে সম্মান লাভ।

— সংস্থাগত পরিবর্তনের শুভ ইঙ্গিত।

আশা পূরণ হবার যোগ আছে।

নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা

আবশ্যক। মিথুন : ছলচাতুরি ও

ক্রোধ ক্ষতির কারণ হবে। অন্যের

প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব ও চিত্তের

উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে। কোন

নিকট আত্মীয় বিষয়ে দুর্ভাবনা।

কর্মক্ষেত্রে অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ ও

৯৯৯ কর্ট : নতুন সম্পত্তি 🖡

ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতন

আছে। বাকসংযমের প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য মধ্যম যাবে। সিংহ : আয় হলেও

ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার

সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান. অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত

হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি

পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।

ভালো। বন্ধু বিচ্ছেদ, মায়ের

স্বাস্থ্যহানি। মানসিক অস্থিরতা,

টেনশন, অতিরিক্ত চিন্তা ও অর্থ

যত্রান হওয়া দরকার। বাধা

দিনটি পূর্বের তুলনায়

🚃 মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

ছিল কংগ্রেস তাদের কথাগুলো তলে ধরবে। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে জনগণের কথা তুলে ধরার জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বীরজিৎ সিনহা। তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে মানুষ হাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে চেয়েছে। কংগ্রেস সেই ক্ষেত্রে জনগণের কাছে পৌছতে পারেনি। জনগণের কাছে পৌঁছার জন্য বর্তমান প্রেক্ষিতে কংগ্রেস এখন থেকেই ঝাপিয়ে পডবে। বীরজিৎ সিনহা, লক্ষ্মী নাগ-সহ অন্যান্যরা কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছে। খুব শীঘ্রই কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি-সহ অন্যান্য যেসব কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে ওইসব কমিটি পুনর্গঠন করা হবে। বীরজিৎ সিন্হা জানিয়েছেন, খুব শীঘ্ৰই

হবে। বীরজিৎ সিনহাবা মনে

করেন, এই সময়ে মান্য অপেক্ষায়

বিপর্যস্ত, গণতন্ত্র বিপন্ন, সামগ্রিক

পরিস্থিতির উল্লেখ করে কংগ্রেসকে

আরও বেশি শক্তিশালী করার যে

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা

দর্গাপজোর পরেই নতন রূপ ধারণ

করবে বলেই বীরজিৎ সিন্হা

জানিয়েছেন। তবে এদিন যারাই

অন্যদল থেকে কংগ্রেসে যোগ

দিয়েছেন তাদের বরণ করে নিয়ে

বীরজিৎ সিনহা বলেন, প্রতিদিন

মানুষ কংগ্রেস দলে শামিল হতে

চায়[।] পুজোর পরেই পূর্ব ঘোষণা

অনুযায়ী কংগ্রেসের সাংগঠনিক

বৈঠক এবং অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ

কলেজে ভার্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।। বিলম্বে বোধোদয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের। কলেজগুলোতে ভর্তি নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে এবার উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার দ্বারস্থ হয়ে সংবাদ শিরোনামে এলো আরএসএস'র ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। কার্যত শাসক বিজেপির ঘনিষ্ঠ ছাত্র সংগঠন বলে পরিচিত এবিভিপি এদিন উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে দেখা করে কলেজগুলোতে সকলের ভর্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। সংগঠন স্বীকার করেছে, বিভিন্ন কলেজে এখনও অনেকে ভর্তি হতে পারেনি। তাছাডা ভর্তির সমস্যা তো রয়েছে।রাজ্য সম্পাদক প্রীতম পাল, শুভম শ্রীবাস্তব, সুরজিৎ সাহা, মৌসুমী কর-সহ অন্যান্যরা উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার



উদ্যোগ নিতে হবে। যদিও যারা অনলাইনে আবেদন করেছে তাদের জন্য অনলাইনে আবেদনের পর আবার অফলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে আবেদনের ভিত্তিতে। ১০ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া ভর্তি হতে পারেনি বলে তাদের জন্য তিনদিনের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। এদিন থেকে আবার শুরু হলো ভর্তি প্রক্রিয়া। অন্যদিকে ৪ অক্টোবর থেকে কলেজগুলোতে শুরু হয়েছে পঠনপাঠন, এখন অফলাইনে পঠনপাঠন চলছে। একদিকে অফলাইনে পঠনপাঠন আবার অন্যদিকে চলছে ভর্তি। সব মিলিয়ে বলা যায়, কলেজগুলোতে ভর্তির বিষয়ে এক চরম জটিলতা দেখা দিয়েছে। দটি কলেজ এখনও ন্যাক'র অনুমোদন পায়নি। ২২টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে ২০টিই ন্যাক'র অনুমোদন পেলেও মাত্র দুটো কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ আছে। সহকারী অধ্যাপকদের তীব্র সংকট এই বছর করোনা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদ প্রায় সমস্ত পড়ুয়াদের উত্তীর্ণ করে দিয়েছে তাতে করে কলেজগুলোতেও পডয়াদের সংখ্যা বেডে গেছে। এই প্রেক্ষিতে কলেজগুলোতে অস্বাভাবিক চাপ থাকায় পঠনপাঠন চালাতে গিয়ে অধ্যাপক সংকট যে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে বিভিন্ন কলেজগুলোতে ভর্তি নিয়ে

যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা সমস্যার

সমাধানে উচ্চশিক্ষা দফতর উদ্যোগ

গ্রহণ করলেও কলেজগুলোতে

বাডতি চাপ রয়েছে।

সমস্যা, উদয় এবিভিপির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সংক্ষেপে টিডিএফ। রাজ্যে জনজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল তিপ্রা মথার পর এই টিডিএফ'র আত্মপ্রকাশ হলো। সময়ের প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ত্রিপুরার সমস্ত অংশের জনগণের আশা-আকাঞ্চ্<u>কা</u> বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ. গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ করলো পীযূষ কান্তি বিশ্বাসরা। তাপস দে, পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, তেজেন দাস-সহ অন্যান্যরা এদিন আগরতলা প্রেস কাবে মিলিত হয়ে নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দিয়েছেন। এই নতুন রাজনৈতিক দলের সভাপতি হলেন সদ্য যব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করা পজন বিশ্বাস। পুজন বিশ্বাসকে সভাপতি করে নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে এই সাথে দেখা করে কলেজগুলোতে বাজনৈতিক দলেব একটি ভর্তির বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। উ পদেস্টামগুলী থাকবে। সেই তারা মনে করেন, কলেজের মধ্যে উ পদেস্টামগুলীর মধ্যে সকল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিশ্চিত চেয়ারম্যানের পদও থাকবে। করতে উচ্চ শিক্ষা দফতরকে তাছাড়া বিভিন্ন দল থেকে আসা এবং এই নতন রাজনৈতিক দলে কাজ

কবাব অঙ্গীকাবে যাবা এদিন বলা যায় সূচনাপর্বে শামিল হয়েছে তাদের নিয়ে গঠিত হবে নতুন কমিটি। থাকবে ওয়েবসাইট, নির্বাচনি লোগো থেকে পতাকা সবকিছুই। প্ৰশাসনিক অনুমতি পাওয়ার জন্য তদবির শুরু করেছেন পীযৃষ কান্তি বিশ্বাস, পূজন বিশ্বাস, তাপস দে'রা। তারা এদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বহুদিন ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আছেন। দীর্ঘ বছরে তারা উপলব্ধি করেছেন, কংগ্রেস যখনই ক্ষমতায় আসার জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি নেয়, তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করে। এবারের ক্ষেত্রেও তাই বুঝিয়েছেন পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। রীতিমতো এআইসিসি'র নেতাদের বিরুদ্ধে সাঁডাশি আক্রমণ হানেন তিনি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পীযূষ কান্তি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৭ অক্টোবর।। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন জনগ্রন্থাগারের সামনে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। বিমা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ, প্রতিরক্ষা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এদিনের এই কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রতিবাদ সভায় আলোচন রাখতে গিয়ে শ্রমিক নেতৃত্ব বলেন দেশে সবচেয়ে বড় পরিষেবা বিদ্যুত পরিষেবা আগে ৫৬ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হয়েছে এখন আবার ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হচ্ছে অর্থাৎ ৬৬ শতাংশ। যার ফলে বিদ্যুৎতের দাম বৃদ্ধি পাবে। এদিন বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্বরা আলোচনা করেন। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক, কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব বাবুল দেবনাথ সহ বিভিন্ন গণসংগঠনে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন। আর এই দিনটিকে আরও বেশি স্মরণীয় করে রাখতে সুবল ভৌমিকেব সামনেই আবিব খেলায মেতেছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। তারা এদিন সকাল থেকেই আবির খেলার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে ণ্ডভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। তার পাশাপাশি তারা এও বলেছেন. বর্তমান প্রেক্ষিতে ২০২৩ সালে তৃণমূলকে রাজ্যের ক্ষমতায় বসিয়ে তারা ময়দান ছাড়বেন। এখন থেকে ম্যাদানে থাকবেন তাবা। বর্তমান প্রেক্ষিতে জনগণের কথাগুলো তুলে ধরার প্রয়াসে তারা আন্দোলনও তেজি করতে চায়। তাদের সকলের অভিমত, এই সময়ের মধ্যে তারা জনগণের ভৌগ্রিক-সং কথাগুলো তুলে ধরে আন্দোলন সংগঠিত করবে। তার পাশাপাশি ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

মানুষের দাবিগুলো নিয়েও সরব

হবে। তারা মনে করে, জনগণের

প্রত্যাশাপুরণে বর্তমান বিজেপি

সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সেই প্রত্যাশা

কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।।

প্রতিবাদী

এনে। এদিন সুবল ভৌমিক দলে যোগদানকারীদের বরণ করে নেন। তিনি তাদের বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে তাবা বিভিন্ন জায়গায় মানুষের যে সাড়া পেয়েছেন তাতে বিজেপি ভয পেয়ে গেছে। সুবল ভৌমিকের অভিযোগ, বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে। কারণ তণমল এই রাজ্যে শক্তিশালী হয়ে গৈছে। তিনি ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করার আবারও দাবি জানান। উৎসবের এই দিনগুলোতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নিতে প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি রেখেছেন সবল ভৌমিক। এদিন বিভিন্ন দল থেকে তণমলে যোগ দিয়ে তারা দাবি করেন, এখন তারা নিয়মিত মানুষের জন্য কাজ করবেন। মানুষের সংগঠনকে আরও সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন। সুবল

কর্মী-সমর্থক সহ সকলের সাথে সবজে আবির খেলায় মেতেছিলেন। এই যেন তৃণমূলের বিজয়োল্লাস চলছে রাজ্যে। ২৪ ঘণ্টা আগে প্রদেশ তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটি এবং যুব কমিটি গঠনেব পব এদিন বিভিন্ন জায়গায় সাংগঠনিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের প্রেক্ষিতে সমস্ত স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই তেজি করার আহান রাখেন বক্তারা। তারা সকলেই মনে করেন, ঐক্যবদ্ধ লডাই বর্তমান প্রেক্ষিতে দল শক্তিশালী হতে পারে সুবল ভৌমিক দাবি করেছেন ধর্মনগর থেকে সাক্রম-সহ গোটা বাজেট তাদের দলের কাজকর্ম চলছে। তাব পাশাপাশি তাবা কর্মী সভার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করতে চান। প্রতিদিন

টিডিএফ। এদিন সূচনাপর্বে দিনের কাজ ও মজুরি বৃদ্ধি, টিডিএফ'র তরফে ৩৮টি প্রতিশ্রুতি বিদ্যুতের মাশুল হ্রাস, পুর সংস্থার দেওয়া হয়েছে বা দাবি সনদও বলা সম্পদ কর কমানো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য যেতে পারে। উন্নত, সমদ্ধ এবং খাতে বাজেট দ্বিগুণ করা, রাজ্যে শক্তিশালী ত্রিপবা গড়াব লক্ষ্যে রেলওয়ে রিক্রটমেন্টের জন্য ইন্টারভিউ সেন্টার স্থাপন করা, বিশেষ প্রকল্প বচনা কবা ৭ লক্ষাধিক বেকারের কর্মসংস্থান, বেকারদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ. মহিলাদের অধিক ক্ষমতায়ন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সংখ্যালঘদের আর্থ সামাজিক প্যাকেজ ঘোষণা ইত্যাদি উন্নয়ন, চাকরিতে অর্থনৈতিক দাবিগুলোর পাশাপাশি ১০৩২৩ ককবরককে সংবিধানের অস্টম ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা, এডিসি



দলটাকে শক্তিশালী করেছেন বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন

বাড়িয়েছেন। কিন্তু বারবার বলা

সত্বেও কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি

গঠন করা হয়নি। তিনি বিষয়টি

উল্লেখ কবে বলেছেন যখনই

কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার জন্য

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তখনই কোনও

না কোনওভাবে এআইসিসি বাধার

কারণ হয়ে দাঁডিয়েছে। পীয়ষ কান্তি

বিশ্বাস দাবি করেছেন, তাকে

সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে

দেওয়ার পর একটি সম্মানজনক পদ

দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্ৰহণ

অরাজনৈতিক দল গঠন করার

ভাবনা থাকলেও তিনি যে এখন

নতন রাজনৈতিক দল গঠন করে

মানুষের মধ্যে বার্তা দিতে চান সেই

বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন। তিনি

বলেছেন, নতুন নতুন মানুষ তাদের

নতুন দলে আসতে চায় আবার

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়েও এই

নতুন দলে শামিল হতে চায়।

মানুষের কথাগুলো তুলে ধরার

প্রয়াসে পীযুষ কান্তি বিশ্বাসরা নতুন

রাজনৈতিক দলকে যথেষ্ট গুরুত্ব

দিয়ে দেখছে। তবে, এই

রাজনৈতিক দল যে তিপ্রা মথার

সাথে আঁতাত করতে চায় তাও স্পষ্ট

হয়েছে। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার

ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে ২০২৩'র

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিটি সারি এবং কলামে ১

থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই

7 4 6 2 5 9 8 1 3

তবে প্রথম

করেননি।

সংবক্ষণ এডিসিব বাজ্যে কম কৰে দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি ভিলেজ কমিটির আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এডিসি এলাকায় পানীয় জল, পরিকাঠামো, রাস্তাঘাট-সহ জুমিয়া পুনর্বাসন, এডিসি এলাকায় মেডিক্যাল কলেজর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, কৃষকদের সমস্ত কৃষি ঋণ মকুব-সহ সার, বীজ, ধান এবং জলসেচের ব্যবস্থা করা, কৃষি আইন বাতিল করা, পেট্রোল-ডিজেল-সহ রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মল্য নিয়ন্ত্রণ. জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংবিধানের অধিকার রক্ষা, শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা করা, মান্যের রেশন ভাতা বদ্ধি করা. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের

তপশিলে অস্ত্তি কবা সংবাদভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা, সর্বশিক্ষা-সহ সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা, সংবাদমাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা, ত্রিপুরার কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা নিরশন ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরে আগামীর ভাবনার ব্যাখ্যা দেন পীযূষ বিশ্বাস, পুজন বিশ্বাসরা। তাপস দে বলেছেন, যে কংগ্রেসকে তারা বিশ্বাস করেছেন এবং দীর্ঘ বছর দলের হয়ে কাজ করেছেন তাদের সাথে শীর্ষ নেতৃত্ব প্রতারণা করেছে। এখন নতনভাবে তারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়েছে। নতুন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে চায়। তবে রাজঅন্দরে তিপ্রা মথার সাথে এই নতন রাজনৈতিক দলের নিবিড় সম্পর্ক যে আছে তা

যোগদান সভা বজয়োল্লাস প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি

গভাছড়া, ৭ অক্টোবর। রাইমাভ্যালি রুক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বহস্পতিবার এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন গন্ডাছড়া তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ললিত চাকমা, সহ-সভাপতি জয়কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক নৃদ্পন দেবনাথ, বিক্রম ত্রিপরা এবং যবরাজ ত্রিপরা প্রমখরা। এদিনের যোগদান সভায় বিজেপি এবং আইপিএফটি দল ত্যাগ করে ৭ পরিবারের ২৯ জন ভোটার তৃণমূল কংগ্রেস দলে শামিল হন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।



নর কর্মী সমর্থকরা। । পূরণ করতে চায় তৃণমূলকে ক্ষমতায়	-						এব		
							নয়া		
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	೦	ব্ল	কও	এ	কব	ার	ই ব	্যবহ	ার
	ক	রা	যা	ব ১	ওই	এ	কই	নয়	টি
	সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি						াটি		
Value of the last	যু	ক্ত	এ	বং	ব	দ	দে	ওয়	ার
	প্র	ক্রয়	কে	মে	ন	গুরণ	কর	যা	ব।
ASSESSED TO SERVICE STATE OF THE PERSON OF T	স	ংখ	r tr	৩২	(5	এ	র উ	ঠত্ত	র
	4	3	2	7	9	5	1	6	8
	6	8	9	3	1	4	2	7	5
	5	1	7	8	6	2	4	3	9
	9	7	8	1	4	6	3	5	2
	2	5	3	9	7	8	6	4	1
	-	_	-						
	1	6	4	5	2	3	9	8	7
শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। চারিপাড়া শান্তিপল্লী এলাকায়	1 8	6	4	5	3	7	9	2	4

সংসঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে মহালয়ার সকালে শোভাষাত্রা অনষ্ঠিত হয়। চারিপাডা শান্তিপল্লী এলাকায় এই শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন পথপরিক্রমা করে। ष्ट्रति १ निक्स्य । ।

7		6	8	5		2		3
1			0	Э		2		3
		3	1	7				
2	5				3	1	7	
4	6						3	
9	8		3		4	5		2
1 3		2	9		8	6	4	
				2	1	9		
		1	9	3				7
6	9			8		3	2	

page 4.pmd 10/8/2021, 3:08 AM